কৃষি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জন (২০২২-২৩)

জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা, কর্মসংস্থান এবং শিল্পের কাঁচামালের গুরুত্বপূর্ণ উৎস কৃষি। ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে উন্নত ও প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, নতুন জাত ও প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সমলয় চাষাবাদ প্রবর্তন, উত্তম কৃষি চর্চাসহ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আবাদি জমি হ্রাস, বাড়তি জনসংখ্যার চাপ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, কোভিড-১৯ এর অভিঘাত এবং বৈশ্বিক সংঘাতময় পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষিত রয়েছে। সরকারের কৃষি বান্ধব নীতি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে কৃষির ধারাবাহিক সাফল্য বিশ্বপরিমণ্ডলে সমাদৃত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জনের তথ্য নিম্নরূপ:

১. ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৬৬.৮৭ লক্ষ মে.টন (চাল- ৩৯০.৯৫ লক্ষ মে.টন, গম- ১১.৭০ লক্ষ মে.টন ও ভুট্টা- ৬৪.২২ লক্ষ মে.টন), আলু ১০৪.৩২ লক্ষ মে.টন, পেঁয়াজ ৩৪.৫৬ লক্ষ মে.টন, তেলজাতীয় ফসল ১৬.০৪ লক্ষ মে.টন, ডাল জাতীয় ফসল ৮.৭৯ লক্ষ মে.টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৮৪.৫৮ লক্ষ বেল।

২. কৃষি গবেষণাকে গুরুত্ব প্রদান করে প্রতি বছরই নতুন নতুন উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল ৯টি জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয় এবং ২৮টি জাত নিবন্ধন করা হয়েছে। সে সাথে ৬৬টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩. উদ্ভাবিত জাতসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক আমন মৌসুমের একটি উচ্চফলনশীল ধানের জাত ব্রি ধান১০৩, বোরো মওসুমের গুণগত মানসম্পন্ন সুগন্ধি আধুনিক ধানের জাত ব্রি ধান১০৪, বোরো মওসুমের একটি কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই ৫৫.০) সম্পন্ন ডায়াবেটিক ধান ব্রি ধান১০৫ এবং রোপা আউশ মওসুমের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী উচ্চফলনশীল ধানের জাত ব্রি ধান১০৬ অন্যতম।

৪. সরকার কৃষি উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সার, সেচ কাজে বিদ্যুৎ, ইক্ষু ইত্যাদি খাতে মোট ২৫,৯৯৮.৫৬ কোটি টাকা উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) প্রদান করেছে।

৫. ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৭.৫২ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া, ৭.৭৯ লক্ষ মে.টন টিএসপি, ৯.৭৮ লক্ষ মে.টন এমওপি এবং ১৫.৮৪ লক্ষ মে:টন ডিএপি সার সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়।

৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৮৫টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৪,০০০.৪১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে অবমুক্ত করা হয় ৩,৪৮১.২৯ কোটি টাকা। অবমুক্ত অর্থ থেকে ব্যয় হয় ৩,৪১৯.৯৫ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অবমুক্ত টাকার) ৯৮.২৪%।

৭. প্রতিবেদনাধীন বছরে ৫২টি কর্মসূচি ও ৭টি সাব-কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যার জন্য বরাদ্দ ২১০.৬৭ কোটি টাকা; অবমুক্ত ২০৪.৫৫ কোটি টাকা ও মোট ব্যয় ২০২.৫২ কোটি টাকা; বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯%।

৮. ২০২২-২৩ অর্থবছরে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং ধান, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, পাট, সরিষা, সূর্যমুখী, আনারসসহ বিভিন্ন ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ৫০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এতে উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৬৭.৭৩ লক্ষ।

৯. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ২০২০-২০২৫ মেয়াদে ৫০%-৭০% উন্নয়ন সহায়তায় কৃষিযন্ত্র বিতরণের লক্ষ্যে ৩,০২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায়" প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৮,৫৫৯টি কম্বাইন হারভেস্টার, ১,৬১৯টি রিপার, ১০,৭০৯টি সিডার ও ৬,৮৩৬টি পাওয়ার থ্রেসারসহ মোট ৩০,৫৮২টি কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

১০. সামষ্টিকভাবে টেকসই কৃষি নিশ্চিত করতে এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সফল করে ফসল ঘরে তুলতে ৬১ জেলায় ৫০ একর করে ১৬২টি ব্লকে বোরো ও আমন ধান চাষে সমলয় (Synchronize) পদ্ধতির প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

১১. উদ্ভাবিত জাত এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ৩.২২ লক্ষ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২. কৃষিতে অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ১০ ক্যাটাগরিতে ৪৪ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ এবং ১৪২৬' প্রদান করা হয়।

১৩. করোনা পরবর্তীকালীন সময়ে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন যে, "এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে"। সে লক্ষ্যে ৪৫৫.৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০২.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৫০,৭০৭টি পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে জুন/২০২৩ পর্যন্ত স্থাপিত মোট বাগানের সংখ্যা ২,৫২,০৯৬টি।

১৪. পাহাড়ি এলাকায় কফি, কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পাঁচ বছরমেয়াদি (২০২১-২০২৫) 'কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ ২১১.৮৫ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮.৫ লক্ষ কাজুবাদাম ও কফির চারা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে প্রায় ২,৫০০ হেক্টর জমি নতুন করে কাজুবাদাম ও কফি চাষের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৫. পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে ৩৪.৫৬ লক্ষ মে.টন, যেখানে ২০১৯-২০ সালে পেঁয়াজ উৎপাদন ছিল ২৫.৬১ লক্ষ মে.টন।

১৬. সবজি ও ফল উৎপাদনে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জৈব বালাইনাশক ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১১০টি জৈব বালাইনাশকের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

১৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৭.৫৮ লক্ষ ফলের চারা, ১১.২০ লক্ষ ফলের কলম, ৪৪.৩০ লক্ষ মসলার চারা, ৩৩.৪০ লক্ষ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৮৩.০৮ হাজার ঔষধি চারা, ১৭.৫৩ হাজার নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন ফল ও শাকসবজির ৪১৬.৭১ লক্ষটি চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

১৮. তিন বছরের মধ্যে ভোজ্যতেলের আমদানি হ্রাসপূর্বক ৪০% স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (২০২২-২৩ হতে ২০২৪-২৫)। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরিষার ফলন হয়েছে ১১.৬১ লক্ষ মে.টন, যা গত বছরের তুলনায় ৩.৩৭ লক্ষ মে.টন বেশি। উৎপাদিত ১১.৬১ লক্ষ মে.টন সরিষা হতে ৩.৮৭ লক্ষ টন তেল উৎপাদন হবে। যাতে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা আমদানি ব্যয় সাশ্রয় হবে।

১৯. উত্তম কৃষি চর্চার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) ও সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (IFMC) এর মাধ্যমে গঠিত ৩,৬০০টি কৃষক গ্রুপকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.৫২ লক্ষ মে. টন উৎপাদিত বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

২১. বিএডিসি'র মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০,০০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ৮৬০ কিমি. খাল/নালা খনন/ পুনঃখনন, ১০৬১ কিমি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ১,২৮৪টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ১২৫টি সৌরশক্তিচালিত সেচপাম্প স্থাপন, ১৪২টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।

২২. বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০৯৬টি খাল পুনঃখনন, ৬টি বিল পুনঃখনন, ৭৫৬টি ক্রসড্যাম নির্মাণ, ৬১১টি সোলার পাতকুয়া এবং ১৩০২৬ কিমি. ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

২৩. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫০টি উপজেলায় মাঠ জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সে সাথে বিভিন্ন জাতের মোট ৯,৬৬২টি নমুনার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা ও অংকুরোদগম পরীক্ষা করা হয়েছে। ১৬০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ৩১,৬১৫ জন কৃষককে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

২৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিজেআরআই) মাধ্যমে তোষা পাটের একটি অগ্রবর্তী সারি ও-০৪৩-৭-৯ এবং কেনাফের একটি অগ্রবর্তী সারি কেবিএল ১৫৫ (১) থেকে যথাক্রমে বিজেআরআই তোষা পাট ৯ ও বিজেআরআই কেনাফ ৫ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়েছে।

২৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এর মধ্যে চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "বঙ্গবন্ধু-পিয়ারে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র" উদ্বোধন করেন। ফলশ্রুতিতে দেশের কৃষি গবেষকদের উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়।

২৬. বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও কেনাফের বিভিন্ন জাতের ৮৫টি জুট ভিলেজ স্থাপনের মাধ্যমে আঁশ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' ম্যাগাজিনের ৭.৮৩ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। সে সাথে কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৪.৮৩ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

২৮. বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে ১,২৯,৩১৯ মে. টন বীজ প্রত্যয়ন করা হয়েছে এবং ৪টি নোটিফাইড ফসলের এবং মোট ২.১৮ কোটি বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

২৯. সারাদেশে স্থাপিত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষক কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ২৭ লাখ কৃষক-কৃষাণী এসব কেন্দ্র থেকে তথ্য সেবা পেয়েছেন।

৩০. কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কলসেন্টার (১৬১২৩) থেকে কৃষি সংক্রান্ত সমস্যায় তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রায় ৪০,৮৫২ জন কৃষককে কৃষি তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩১. দেশে মোট ১৬২১টি কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি কমিউনিটি রেডিও, 'কৃষক বন্ধু' ফোন-৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানাসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় কৃষি তথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

৩২. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৫৫টি উপজেলায় ৭৬টি ফসলের জন্য ক্রপ জোনিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩৩. বাংলাদেশের জন্য উত্তম কৃষি চর্চা এর মানদণ্ডের মডিউলের চর্চাসমূহ এবং স্কিমওনার এর সার্টিফিকেশন মার্ক/লোগো (ব্যবহারের নীতিমালাসহ) অনুমোদন করা হয়েছে।

৩৪. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৪,৮০৪ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩৫. ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ২০টি ভিডিও ফিল্ম/ফিলার/ডকুমেন্টারি নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে।

৩৬. প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৭২০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে।

৩৭. সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) লোন মঞ্জুরি সহজিকরণের লক্ষ্যে মাইগভ প্লাটফর্ম ব্যবহার করে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) হতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেবাগ্রহীতাগণ যে কোন স্থান হতে সহজে অনলাইনে আবেদন করতে পারছেন। এতে কাগজের ব্যবহার ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে।

৩৮. 'রাইস সল্যুশন' মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপস সেন্সর-ভিত্তিক ধানের রোগবালাই এর ছবি বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগবালাই নির্ণয়সহ পরামর্শ/ব্যবস্থাপত্র প্রদান করছে। উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকরা ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারছেন।

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ধান, ভুট্টা, আলু, সবজি ও ফলসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বে চাল উৎপাদনে ৩য় স্থানে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনে ৩য়, পেঁয়াজ উৎপাদনে ৩য়, পাট উৎপাদনে ২য়, চা উৎপাদনে ৪র্থ এবং আলু ও আম উৎপাদনে ৭ম স্থানে রয়েছে। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময়োচিত কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে খাদ্য উৎপাদনে অর্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রেখে আধুনিক, ব্যয় সাশ্রয়ী ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন হচ্ছে। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি যথাযথ কাজে লাগিয়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি রফতানিমুখী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।